আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ- ২

কোর্স কোডঃ EDBN 1312

ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) প্রোগ্রাম

মডিউল: ৪ ও ৫

রচনায়

প্রফেসর মনিরা হোসেন
স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি।

নাসরিন জাকিয়া সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

সাকিবা ফেরদৌসী
প্রভাষক, স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি।

মোঃ জহুরুল ইসলাম
প্রভাষক, স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি।

সম্পাদনায়

প্রফেসর মনিরা হোসেন
স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি।

ড. সেলিনা আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি।

TQI Working For Quality	**স্কুল অব এডুকেশন** বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ- ২

কোর্স কোডঃ EDBN 1312

বিএড প্রোগ্রাম

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর, ২০০৮
প্রথম পরিমার্জিত মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি, ২০১০
পুনঃ মুদ্রণ
জানুয়ারি, ২০১১
জানুয়ারি, ২০১২

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN: 984-34-0068-2

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর- ১৭০৫।

মুদ্রণে
বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৪/১৫ পদ্মনিধি লেন, ঢাকা।

ভূমিকা

জ্ঞান ও দক্ষতার প্রতীতি-প্রপঞ্চ সতত পরিবর্তনশীল। আজকের জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে না- এটাই স্বাভাবিক। এজন্য প্রয়োজন প্রতিনিয়ত এ ক্ষেত্রসমূহের নবায়ন ও আধুনিকীকরণ।

শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক ধারা এ উপমহাদেশে প্রায় দুইশত বছর ধরে চলে আসছে। অতীতের এ শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অনেকাংশে গুরু তথা শিক্ষককেন্দ্রিক। শিক্ষাদানের এ ধারা এমন কী বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে আসছিল। বর্তমানে এ চিন্তাধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও কর্মভিত্তিক। এছাড়াও শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী নিত্য নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এগুলো অনুসৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে এর প্রবর্তন এখন সময়ের দাবী।

এসব আধুনিক বিশ্বজনীন চিন্তাধারাকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে গৃহীত হয় Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project (TQI-SEP)। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখনের মানোন্নয়ন। কেননা একমাত্র আধুনিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমেই মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব।

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মানোন্নয়নে ইতোপূর্বে সেসিপ প্রকল্পের আওতায় বিএড শিক্ষাক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়। প্রণয়ন করা হয় আধুনিক ও বিশ্বমানের শিক্ষাক্রম। টিকিউআই-সেপ প্রকল্পের উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে এ শিক্ষাক্রম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সকল সরকারি ও বেসরকারি টিটিসি-তে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে একই সাথে তা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) দূরশিক্ষণের মাধ্যমেও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বাউবি ও টিকিউআই-সেপ প্রকল্পের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে একই শিক্ষাক্রমের অধীনে বিএড প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে দূরশিক্ষণে বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের সাথে অভিন্ন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে একই মানের বিএড ডিগ্রি অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রোগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ পাঠসামগ্রী। বর্তমানে উভয় ধারায় একই পাঠসামগ্রী চালু রয়েছে। স্কুল অব এডুকেশন এবং টিকিউআই-সেপ এর সংশ্লিষ্ট জন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এ পাঠসামগ্রী প্রণয়ন করেছেন। এজন্য তাঁরা প্রশংসার দাবিদার।

এ পাঠসামগ্রীতে শিক্ষণ-শিখনের আধুনিক ও বিশ্বমানের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এর মাধ্যমে বাংলাদেশে যুগোপযোগী মানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী তৈরি করা সম্ভব হবে যারা বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে দক্ষ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্প পরিচালক
টিকিউআই-সেপ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ডীন
স্কুল অব এডুকেশন
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কোর্সবই অনুসরণ করার কার্যকর পরামর্শ

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থী

দূরশিক্ষণ মাধ্যমে বিএড প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে স্কুল অব এডুকেশন আন্ড়রিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। 'আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ- ২' বইটি স্কুল অব এডুকেশনের বিএড প্রোগ্রামের একটি বাধ্যতামূলক কোর্সবই। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই আপনারা যাতে নিজে পড়ে বইটি বুঝতে পারেন তাই কোর্সবইটির আঙ্গিক ও উপস্থাপনা প্রচলিত পাঠ্যবই থেকে কিছুটা ভিন্ন।

এই বইটির পাঠ্যবস্তুকে সাতটি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিটে আবার একাধিক অধিবেশন রয়েছে।

ভর্তির সময় আপনারা সকলে ''ছাত্র নির্দেশিকা'' সংগ্রহ করেছেন। এতে আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল একাডেমিক ও প্রশাসনিক তথ্য সংযোগ করা হয়েছে। সূচিপত্র দেখে যখন যে অংশ প্রয়োজন হবে তা মনোযোগ সহকারে পড়বেন।

EDBN 1312 কোর্সবই

পাঠ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় কী?

- স্বশিখন পদ্ধতির মূল কথাই হল নিজে নিজে শেখা, নিজের চেষ্টায় শেখা। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধা মতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। স্কুল অব এডুকেশন-এর বিএড প্রোগ্রামের কোর্সবইগুলো স্বশিখন পদ্ধতির রচনাকৌশল অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলো অধিবেশনে ভাগ করা হয়েছে (এ কাজগুলো SESIP প্রকল্প সম্পন্ন করেছে)। প্রতিটি অধিবেশনে বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু শিখন কাজ দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থীকে চিন্তা করার বা ধারণা গঠনের সুযোগ দেয়। প্রতিটি অধিবেশন শেষে ''মূল শিখনীয়'' বিষয় অংশে বিষয়বস্তুকে বিস্ড়রিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ অংশ পাঠ করে তাঁর পূর্বের ধারণা মিলিয়ে নিয়ে নিজের উন্নয়ন করতে পারে। প্রতিটি অধিবেশনে প্রতিটি পর্বে কয়েকটি করে মূল্যায়ন কার্যাবলি আছে। এগুলো সব অনুশীলন করতে হবে, একাকী বা দলগতভাবে।

বইটিতে যে সমস্ত নির্দেশনামূলক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলো:

আবশ্যিক পাঠ

নিজে করুন/লিখুন

মূল শিখনীয় বিষয়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

- মনে রাখবেন, বইগুলো পড়ে যাতে প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষক/টিউটর উভয়েই উপকৃত হতে পারেন সে জন্যে বিষয়বস্তুসহ সব ইউনিটেই প্রতিটি অধিবেশন কয়েকটি পর্ব আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিজে পড়ে একাকী বা দলগতভাবে টিউটরের সহায়তায় কাজ করার উপযোগী করে কাজ সন্নিবেশ করা হয়েছে প্রতিটি পর্বে।

- **পাঠ-সহায়ক কর্মসূচি**
  - এই বইটি ছাড়াও স্কুল অব এডুকেশন-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজিত বিএড স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব অধিবেশন যোগ দিয়ে আপনি বইটির কোন অংশ বা অধিবেশন পড়তে গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে টিউটরের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন।

সূচিপত্র

ইউনিট	অধিবেশন	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৮		**অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা অর্জনে নতুন কৌশলসমূহ**	৯
	১	শিক্ষণ সূত্রসমূহকে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে পরিণতকরণ	১১
	২	শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী, উপায় এবং কৌশল: মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় আলোচনা ও দলীয় প্রকল্প অনুসন্ধান	১৯
	৩	একক কাজ, জোড়ায় কাজ, মাইক্রোটিচিং বা অণুশিক্ষণ	২৬
	৪	সতীর্থ শিক্ষণ, ভূমিকাভিনয়, দৃশ্যাবলী	৩১
	৫	শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি, উপায় এবং কৌশল: পোস্টবক্স ও অবিরাম পদ্ধতি	৩৬
	৬	শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি, উপায় এবং কৌশল: কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস, সমস্যা সমাধান ও সাক্ষাৎকার	৪০
৯		**শ্রেণীকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ**	৪৭
	১	জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নকরণ-আলোচনা ব্যবস্থাপনামূলক ও আগ্রহ উদ্দীপণামূলক	৪৯
	২	শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধকরণ, উচ্চ মার্গীয় চিন্তনে উৎসাহিতকরণ ও শিখন পরিবীক্ষণে উৎসাহিতকরণমূলক প্রশ্ন করা	৬০
	৩	বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন: উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়	৭৩
	৪	জ্ঞানমূলক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন বিবেচণাকরণ: ব্লুমস ট্যাক্সোনমি	৮৭
	৫	মৌখিক প্রশ্ন করার দক্ষতা অনুশীলন	১০০
১০		**পাঠ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতকরণ- সম্প্রসারিত দক্ষতা**	১১৩
	১	মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার উপায়- প্রাসঙ্গিকতা ও প্রেক্ষিত- ডোনাল্ডসন	১১৫
	২	অগ্রগামী সংগঠকদের উদ্দেশ্য- অসবেল	১২৮
	৩	শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সাথে সুযোগ স্থাপনের উপায়	১৪৩
	৪	কার্যাবলি, অংশগ্রহণ ও শিক্ষণ-শিখন উপকরণ	১৫৫
	৫	পর্ব ও পর্বভুক্ত বিভিন্ন কার্যাবলী	১৭৪
	৬	পদক্ষেপ ও পুনরালোচনা	১৮৪
	৭	শ্রেণিশিক্ষণ অনুশীলন	১৯১
১১		**শিক্ষা উপকরণ**	১৯৩

ইউনিট	অধিবেশন	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	১	শিক্ষা উপকরণ	১৯৫
	২	শিক্ষক সৃষ্ট উপকরণ- সংগ্রহকরণ, তৈরিকরণ, সংগঠন	২১২
	৩	শিক্ষার্থী সৃষ্ট উপকরণ- শিক্ষার্থীদের উপকরণ তৈরি ও অবস্থান বের করার উপায়	২২১
১২		**সাক্ষাৎকার দক্ষতা**	২২৭
	১	সাক্ষাৎকার দক্ষতা চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন- জোড়ায় জোড়ায় ও ছোট দলে	২২৯
	২	সাক্ষাৎকার প্রশ্নোত্তর হবে সূক্ষ্ম বিবেচনা প্রসূত দলীয় আলোচনা এবং দলীয় উদ্দীপনা প্রয়োগে	২৩৭
	৩	সতীর্থদের সাথে দলীয়ভাবে মৌখিক পরীক্ষার ভূমিকাভিনয়	২৪৪
১৩		**পেশাগতভাবে উন্নয়ন**	২৪৯
	১	পেশাগতভাবে উন্নয়নের উপায় এবং দক্ষতা	২৫১
	২	প্রতিফলন ডায়েরি আলোচনা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা প্রয়োগ কল্পে আত্ম প্রতিফলনে উৎসাহ প্রদান	২৫৮
	৩	পাঠদান অনুশীলন- ২ পুনঃ আলোচনাঃ আত্মমূল্যায়নের একটি শেষ সুযোগ	২৬৮
		সহায়ক গ্রন্থ	২৭২

ইউনিট- ৮
অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা অর্জনে নতুন কৌশলসমূহ

অধিবেশন- ১: শিখন সূত্রসমূহকে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে পরিণতকরণ

লক্ষ্য

- শিক্ষক কেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির পার্থক্য সনাক্ত করা।

অধিবেশন- ২: শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী, উপায় এবং কৌশল: মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় আলোচনা ও দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান

লক্ষ্য

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- শ্রেণীশিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল এবং কর্মানুরাগী করে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা।

অধিবেশন- ৩: একক কাজ, জোড়ায় কাজ, অনু-শিক্ষণ

লক্ষ্য

- শিক্ষণ-শিখনে অংশগ্রহণমূলক নতুন কৌশলের পরিচিতি ও দক্ষতা অর্জন।

অধিবেশন- ৪: সতীর্থ শিক্ষণ, ভূমিকাভিনয়, দৃশ্যাবলী

লক্ষ্য

- শিক্ষণ-শিখনে অংশগ্রহণমূলক নতুন কৌশলের ধারণা ও দক্ষতা অর্জন।

অধিবেশন- ৫: শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী, উপায় এবং কৌশল: পোষ্টবক্স ও অবিরাম পদ্ধতি

লক্ষ্য

- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ- শিখন দক্ষতা অর্জনের কৌশলসমূহ আয়ত্বকরণ।

অধিবেশন- ৬: শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী, উপায় এবং কৌশল: কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস, সমস্যা সমাধান ও সাক্ষাৎকার

লক্ষ্য

- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ শিখন দক্ষতা অর্জনে কৌশল সমূহ আয়ত্বকরণ।